ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৮৬৫
আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

হাঁপানীয়ায় জনস্রোতে ৩৮তম আগরতলা বইমেলার উদ্বোধন
বই হচ্ছে মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধু ঃ মুখ্যমন্ত্রী

বই হচ্ছে মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধু। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিচ্ছেদ হতে পারে কিন্তু বইয়ের সঙ্গে কখনো মানুষের বিচ্ছেদ হয়না। তাই বই-র চেয়ে আর বড় বন্ধু আর কিছু হতে পারেনা। আজ হাঁপানীয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে ৩৮তম আগরতলা বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি বলেন, গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বাইরে বেরিয়ে এসে এবারের বইমেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এটি হচ্ছে ত্রিপুরাকে মডেল স্টেট তৈরী করার অনেক উদ্যোগের মধ্যে একটি উদাহরণ। নতুন কিছু করতে হলে গতানুগতির রাস্তা থেকে বেরুতেই হবে। বইমেলা শিশু উদ্যান থেকে কেন বেরোতে পারবেনা সেই প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরাকে মডেল স্টেট-এ উন্নীত করার কথা বললে কেউ কেউ আছেন এর অর্থ বুঝতে চাননা। গতানুগতিক কিছু কাজ আছে সেটা সবসময়ই হয়ে থাকে। এটি নতুনত্বের কোন উদাহরণ নয়। যেমন এম জি এন রেগার কাজ। এতে আগেও যেমন কাজ হয়েছে এখনও হচ্ছে। এম জি এন রেগায় এখন শ্রমদিবস বেড়েছে। এটা পারদর্শিতার একটা নিদর্শন। কিন্তু তা মডেল স্টেট-র উদাহরণ হতে পারেনা। এবার গতানুগতিক রীতির বাইরে গিয়ে একটি বৃহৎ পরিসরে বইমেলার আয়োজন করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটা মেলা ঘিরে এত বেশী সংখ্যক মানুষের সমাগম হতে পারে তা আজ প্রমাণ হয়ে গেছে। এটাই হচ্ছে মডেল স্টেট-র নমুনা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে তাতে অবিচল থাকতে হয়, তবেই সাফল্য আসে। ইতিবাচক মানসিকতার পাশাপাশি কাজ করার সদিচ্ছা থাকলে সমস্ত কিছুতেই সফলতা আসে। সমস্ত রেকর্ড ভেঙ্গে আজ হাঁপানীয়াবাসী নতুন ইতিহাস তৈরী করেছেন। ৮ই মার্চ পর্যন্ত সমস্ত বইপ্রেমীরা বইমেলায় আসবেন বলে আশা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গাছের নীচে বসে শান্তিনিকেতনে যদি লেখাপড়া করা যায় তবে হাঁপানীয়ায় কেন বই প্রেমীরা আসতে পারবেননা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বই আমাদের মনের সবচেয়ে বড় খোরাক। শরৎচন্দ্র, কাজী নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বইয়ের স্বাদ যারা পেয়েছেন তারা যেমন কলকাতায় যেতে পারেন আবার হাঁপানীয়ায়ও আসতে পারেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। ত্রিপুরার পর্যটন বিকশিত হচ্ছে। এফ সি আই-র মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা হচ্ছে। কৃষকরা ধানের মূল্য বেশী পাচ্ছেন। এ পর্যন্ত ৫৬ হাজার পরিবারের কাছে অটল জলধারা প্রকল্পে পানীয়জলের সংযোগ পৌঁছে গেছে। এটাই হচ্ছে মডেল স্টেট-র উদাহরণ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী দিনগুলিতে ত্রিপুরার আরও পরিবর্তন আসবে। রাস্তার পরিকাঠামো থেকে শুরু করে রোজগারের ক্ষেত্রে নতুন নতুন সুযোগ তৈরী করা হচ্ছে। স্বাভিমানী মানসিকতা ত্রিপুরার মধ্যে তৈরী হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরাই হচ্ছে একমাত্র রাজ্য যেখানে ২৪ ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে জনতাকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। এন সি ই আর টি'র সিলেবাস চালু সহ ২২টি বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

*****২য় পাতায়

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, বইমেলা ত্রিপুরাবাসীর প্রাণের মেলা। বর্তমান সরকার নতুনভাবে নতুন আঙ্গিকে বইমেলা করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, যতদিন সভ্যতা আছে মানুষ ততদিন বই পড়বেই। প্রশ্ন হলো কি বই পড়বে। আমরা চাই মানুষ প্রথাগত বই মানে কাগজে ছাপা বই পড়ুক। কাগজে ছাপানো বই পড়লে পাঠকের সঙ্গে লেখকের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। ই-বুকের সঙ্গে এভাবে সম্পর্ক গড়ে উঠেনা। তবে সব মাধ্যমেরই ইতিবাচক নেতিবাচক দিক রয়েছে। ই-বুকেরও ইতিবাচক দিক রয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, একথা সত্যি প্রথাগত বই চ্যালেঞ্জের মুখে। এজন্যই আমরা বইমেলার আয়োজন করছি। বইকে জনপ্রিয় করতে চাইছি। প্রথাগত বইয়ের প্রতি যুবক-যুবতীদের আরও উৎসাহিত ও আকৃষ্ট করতে হবে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, হঁপানিয়ায় আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে এই প্রথম বইমেলা হচ্ছে। এখানে আরও বড় আকারে মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মেলায় আসা যাওয়া করার জন্য বিনামূল্যে বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি বলেন, নতুন কিছু করার মধ্যেই সৃষ্টি আছে, অগ্রগতি আছে। তিনি সবার কাছে বই কিনতে, বই পড়তে ও বই পড়াতে আহ্বান জানান। সম্মানিত অতিথি রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, বইয়ের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক চিরায়ত। মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবেই। বই হচ্ছে জ্ঞান পিপাসু মানুষের তৃপ্তির সরোবর। তিনি বলেন, শুধু আগরতলাতেই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বইমেলার আয়োজন করা হচ্ছে। তাতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। আমরা আগামী বছর ৩৯তম বইমেলার জন্য তাকিয়ে থাকব।

আলোচনায় অংশ নিয়ে অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, যতদিন মানুষের জ্ঞানের চাহিদা থাকবে ততদিন বইও থাকবে। আর বই নিয়ে মেলাও হবে। বইমেলা হচ্ছে লেখক পাঠক প্রকাশকদের সরস্বতীর মন্ডপ। এখানে ভাবনার বিনিময় হবে। নতুন নতুন চিন্তা জন্ম নেবে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি প্রস্তাব দেন প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই পড়ার জন্য লাইব্রেরী আওয়ার্স থাকতে হবে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে আরও জনপ্রিয় করতে হবে। তাতে বইয়ের প্রতি নতুন প্রজন্মের আগ্রহ জন্মাবে। তিনি বলেন, বই হলো আমাদের আনন্দের উৎস। তিনি বলেন, অনুবাদ সাহিত্যকে আরও বেশি করে উৎসাহিত করতে হবে। যেমন, বাংলা সাহিত্য ককবরকে, ককবরক বা অন্য সাহিত্য বাংলা ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হলে বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ একে অপরের কথা জানতে পারবেন। আমাদের ঐক্য সংহতি আরও সুদৃঢ় হবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বইমেলা জ্ঞান সাধনের তীর্থভূমি। অতীত-বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে বইমেলার গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা বলেন, প্রতি বছরই আমরা বিভিন্ন উৎসবে অংশ নেই। এরমধ্যে আগরতলা বইমেলাও রয়েছে। বইমেলা লেখক, পাঠক, প্রকাশক ও বইপ্রেমীদের কাছে একটি প্রধান উৎসব। এরজন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকি। তিনি বলেন, প্রত্যেক ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করা হচ্ছে। তাদের উৎসাহিত করতে বইমেলার আয়োজন। তিনি আশা প্রকাশ করেন নতুন পরিসরে নতুন আঙ্গিকে সবাই বইমেলায় আসবেন, বই কিনবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পৃথ্বীরাজ সিং-এর লেখা 'পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় : জীবন ও দর্শন' গ্রন্থটি, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের 'গোমতী' ম্যাগাজিন এবং 'বইমেলা স্মরণিকা'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মিমি মজুমদার, বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব শৈলেশ সিং। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বইমেলা প্রাঙ্গণে বিভিন্ন স্টলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। মুখ্যমন্ত্রী আজ যেসব স্টলের উদ্বোধন করেন সেগুলি হল বইমেলার থিম প্যাভিলিয়ান-'আমার ত্রিপুরা আমার সংস্কৃতি', জনগণনা এস ই জে এ এন কল্যাণ, ফটো গ্যালারী ও মিডিয়া সেন্টার, ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটির ত্রিপুরা রাজ্য শাখার স্টল, মন্থন, উদ্বর্দ্ধনী সাহিত্য সম্ভারের স্টল।

******